রচনা প্রতিযোগিতা

অংশগ্রহণে ঃ মমতা স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষার্থীদের চোখে 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমান

একটি মমতা প্রকাশনা

মমতা প্রধান কার্যালয়
বঙ্গবন্ধু কর্ণার
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ
The Father of the Nation
Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman
(1920-1975)

Bangabandhu with world leaders

মমতা প্রধান কার্যালয়
বঙ্গবন্ধু কর্ণার
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

বঙ্গবন্ধু কর্ণার
বঙ্গবন্ধু কর্ণার
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Born 17 March 1920
জন্ম : ১৭ই মার্চ ১৯২০
মৃত্যু : ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫
Death 15 August 1975
MAMATA
মমতা

শিক্ষার্থীদের চোখে

‘বঙ্গবন্ধু’

শেখ মুজিবুর রহমান

MAMATA

সেবাই শক্তি

Since 1983

মমতা প্রকাশনা

এক নজরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা

বাংলাদেশের অপর নাম বঙ্গবন্ধু। এদেশের জন্ম ও বাঙালি জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অর্থনৈতিক শোষন হতে মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশের মাটি ও মানুষের জন্যই তিনি সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে অতীত ইতিহাস থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যারই অবদান রয়েছে, তাদের সবারই প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব কোণে, একটি আলাদা সংস্কৃতি-সমাজ সমৃদ্ধ জনপদ গঠনে কে অস্বীকার করবে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী, সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, হযরত শাহজালাল (রহ:), নবাব সিরাজউদ্দৌলা, নবাব সলিমুল্লাহ সহ অসংখ্য ব্যক্তিত্বের অবদান ও আবেগ। ব্রিটিশরা উপমহাদেশে না এলে বাঙলা-বিহার-উড়িষার পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়কে কেউ আটকাতে পারত না। ইতিহাসের এই ধারায় স্থান করে নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা শুধু বাংলায় কেন এই গোটা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই যিনি একটা জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি দিনের পর দিন লড়াই সংগ্রাম করে গেছেন স্বাধীনতার জন্য এবং সত্যি সত্যি তিনি সেই দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন!

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমী চেতনাকে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মমতা স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজন করে বঙ্গবন্ধুর উপর রচনা প্রতিযোগিতা। এতে মমতা স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিকট হতে মোট সাতজনকে নির্বাচিত করা হয়।

মমতা বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করবে। আমরা রচনাগুলি পাঠের মাধ্যমে এটা উপলব্ধি করলাম বঙ্গবন্ধুর উপর বিভিন্ন বইপত্র তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছে। এবং তারা সে অনুযায়ী যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। যা আমাদেরকে আনন্দিত করেছে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও আগ্রহী হবে বঙ্গবন্ধুকে জানার জন্য। তাই মমতা এই সাতজনের লেখালেখি নিয়ে 'আমাদের চোখে বঙ্গবন্ধু' সংকলনটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির মুক্তির দিশারী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে মমতা। আমরা মানবতার মুক্তির আলোকবর্তিকা বাহকের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

সকলের জন্য শুভেচ্ছা।

আলহাজ্ব রফিক আহামদ
প্রধান নির্বাহী
মমতা।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং : ০৫
মোঃ পারভেজ

পৃষ্ঠা নং : ০৭
পিংকি আক্তার

পৃষ্ঠা নং : ০৯
বিবি ফাতেমা আক্তার মেরী

পৃষ্ঠা নং : ১১
মারিয়া আক্তার

পৃষ্ঠা নং : ১৩
আয়েশা আকতার

পৃষ্ঠা নং : ১৫
লামিয়া আক্তার

পৃষ্ঠা নং : ১৭
সুমাইয়া আকতার

মমতা স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতা - পৃষ্ঠা নং ঃ ১৯-২৮

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

মোঃ পারভেজ
১০ম শ্রেণী
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ

ভূমিকা: "মহাকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সম্পর্কে আজ লিখবো"- বিশ্বসম্মোহনীয়দের নামের তালিকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাগ্রে। তিনি সবসময় সম্মোহনী ব্যক্তিত্বে সমাসীন। তিনি একমাত্র যিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলাদেশের মানুষ ও কল্যানের কথা ভেবেছেন। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমগ্র জাতিতে একত্র করেছেন। আমাদের সকলকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানা এবং তার আদর্শে আদর্শবান হওয়া খুবই জরুরী।

জন্ম ও পরিচয়: মহাকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **১৯২০** সালের **১৭ই** মার্চ শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শেখ পরিবারকে আলোকিত করে তুলেছেন শিশু খোকা। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। তার দাদা আব্দুল হামিদ তার নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তাঁর বাবা মা তাঁকে আদর করে 'খোকা' বলে ডাকতেন। তিনি 'মিয়াভাই' নামেও পরিচিত।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন:

বঙ্গবন্ধু ছেলেবেলায় খুবই দুষ্ট ছিলেন। তাঁর শৈশবকাল টুঙ্গিপাড়ার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কেটেছে । তাঁর শৈশব কেটেছে টুঙ্গিপাড়ার মেঠো পথের ধুলাবালি মেখে। তার প্রিয় খেলা ছিলো ফুটবল। ছেলেবেলায় তিনি ফুটবল খেলতেন। তিনি **১৯২৭** সালে ৭ বছর বয়সে স্থানীয় গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরে ৯ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি করা হয়। তিনি **১৯৪২** সালে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন এবং **১৯৪৪** সালে বঙ্গবন্ধু বিএ পাস করেন।

বেরিবেরি ও গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত: **১৯৩৪** সালে ৭ম শ্রেনীতে থাকা অবস্থায় হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। **১৯৩৬** সালে বঙ্গবন্ধু চোখের গ্লুকোমা রোখে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর লেখাপড়া ৪ বছর লেখাপড়া স্থগিত হয়ে পড়ে।

প্রথম বিদ্রোহ: বঙ্গবন্ধু অধিকতর সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গোপালগঞ্জ ভ্রমন ও স্কুল পরিদর্শন করতে আসেন। তখন বঙ্গবন্ধু তার কাছে স্কুল ঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ করেন।

বিবাহ: বিবাহ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন, 'আমার বয়স যখন ১২-১৩

বছর তখন আমার বিয়ে হয়। আমার বিয়ে হয় আমি নিজেও জানি না।' বঙ্গবন্ধু যখন বিয়ে করেন তখন তিনি ছোট ছিলেন কিছুই বুঝতেন না।

ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন:

১৯৪৮ সালে ৪ঠা জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু ও নঈম উদ্দিন আহমেদ মিলে মুসলিম ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠন করেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ: পাকিস্তানি শাসন শুরুর দিকে বাঙালির মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিলা। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য ছাত্ররা প্রতিবাদ করে। নিজের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে অর্জিত করেন।

বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ: ২৩ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে গনসংবর্ধনা দেয়। সভায় তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদ লাখো জনতার উপস্থিতিতে তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়।

৬ দফা ও অসহযোগ আন্দোলন: ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার আদায়েয় ৬ দফা দাবি প্রস্তাব করেন এবং ১৯৭১ সালে আ.স.ম আব্দুর রব তাঁকে 'জাতির পিতা' উপাধি দেন এবং বঙ্গবন্ধু ভাষনে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

৭ই মার্চের ভাষন ও স্বাধীনতার ঘোষনা: যখন বাংলার মানুষকে সব অধিকার হতে বঞ্চিত রেখে, নির্যাতন, অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। তখন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তার ৭ই মার্চের ভাষনে স্বাধীনতার ঘোষনা দেন। ২৫শে মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানি শাসকরা 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করে তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাড়িতে অবস্থান থেকে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষনা দেন।

কারাজীবন: ৭ই মার্চ ২০১৭, বানিজ্যমন্ত্রী তোয়ায়েল আহমদ জাতীয় সংসদে বলেন, বঙ্গবন্ধু সারা জীবনে মোট ৪৬৮২ দিন কারাভোগ করেছেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে ৭দিন এবং বাকী দিনগুলো তিনি পাকিস্তান আমলে ভোগ করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গবন্ধু প্রথম ছাত্রাবস্থায় কারাভোগ করেন ।

জঘন্য হত্যাকান্ড: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে কালো ছায়া নেমে আসে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু বিপদগামী সদস্য বঙ্গবন্ধুর বাড়ির উপর হামলা চালায়। একে একে সকলকে গুলি করে মেরে ফেলে। ছোট শিশু রাসেলও বাদ পড়েনি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বেঁচে যান জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহেনা।

উপসংহার: বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষ পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যপার। এই রকম নেতা খুবই অল্প সংখ্যক জাতি পেয়ে থাকে। তিনি আমাদের আদর্শ। আমরা আদর্শে আদর্শবান হবো। বঙ্গবন্ধু বিদেহী আত্মার সম্মানার্থে আমরা সকলে জোরালে কন্ঠে বলি -'সোনার বাংলা গড়বো পিতা

কথা দিলাম তোমায়
চেতনা থেকে বিচ্যুত হবো না
গ্রেনেড কিংবা বোমায়'

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

পিংকি আক্তার
শ্রেনী: ১০ম
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ

ভূমিকা:

বিশ্বসম্মোহনীয়দের নামের তালিকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাগ্রে। তিনি সগৌবর সম্মোহনিতার আসনে সমাসীন। তবে হ্যাঁ সম্মোহনিতা হচ্ছে অত্যাকর্ষনজনিত মোহিনীশক্তি যা যুগে যুগে কোন না কোন ব্যক্তিত্বতে প্রকাশ পায়। আর এসব ব্যক্তিত্বের আঙুলের ইশারায় পৃথিবী বুকে মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়। ফলে গোটা মানবজাতির মুক্তি আসে। এটি বস্তুত ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সর্বোচ্চ গুনাবলীর সমন্বিত রূপ।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়:

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ সাবেক ফরিদপুর আর বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। দুই ভাই ও চার ও বোনের মধ্যে তিনি পিতা মাতার ৩য় সন্তান।

শিক্ষাজীবন:

১৯২৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স ৭ বছর। তখন তাঁকে স্থানীয় গিমাডাঙা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। তারপর ৯ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে তাকে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভার্তি করা হয়। পরে তিনি মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে তিনি "বেরিবেরি" রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় ৪ বছরকাল তাঁর পড়ালেখা বন্ধ থাকে। অতপর ১৯৩৭ সালে আবারও তিনি স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুল থেকেই তিনি ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। এ পরীক্ষায় পাশ করে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে বসবাস করেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে আই.এ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের আন্দোলন সমর্থন ও নেতৃত্বদানকে কেন্দ্র করে বৈরী অবস্থার সৃষ্টি হলে আইন বিভাগে অধ্যায়নরত অবস্থাতেই তাঁর ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিবাহঃ

বিবাহ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেছিলেন,

'আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার-তের বছর হতে পারে। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না। রেনুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে'

খেলাধুলা প্রিয়ঃ

বঙ্গবন্ধু একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন, এমনকি তার পিতাও ফুটবল খেলা পছন্দ করতেন। খেলাধুলা নিয়ে তার কন্যা শেখ হাসিনা 'শেখ মুজিব আমার পিতা বই'-এ লিখেন-

'আমার আব্বার পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলা খুব পছন্দ করতেন। মধুমতি নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লা হাট যেতেন খেলতে। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন'।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যার নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্যমান তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর দূরদর্শীতা, বিচক্ষন এবং সঠিক নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি এদেশের গৌরব।

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

বিবি ফাতেমা আক্তার মেরী
শ্রেনী: ১০ম

মমতা স্কুল এন্ড কলেজ

ভুমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সবচেয়ে ভুমিকা যিনি রেখেছেন তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অবদান আজ বাংলাদেশের মানচিত্র পৃথিবীর বুকে জ্বলজ্বল করছে। বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলেই মনে হয় সারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মহানায়ক।

তাঁর জন্ম : ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন আমাদের বাংলার খোকা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুন। বাবা মার সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন ৩য় সন্তান।

শিক্ষাজীবন: ১৯২৭ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে তাঁকে গোপালগঞ্চ গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। তারপর ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি করানো হয়। পরে তিনি মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে ৪ বছর তাঁর পড়ালেখা বন্ধ থাকে। ১৯৪২ সালে তিনি মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে আইএ পাস করেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এখানে থাকাকালীন সময়ে চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের আন্দোলনে যোগদানের কারনে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়। ফলে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাজনৈতিক জীবন : ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন। যে কারনে তাকে প্রথম ১৯৩৮ সালে কারাবরণ করতে হয়েছিল। পাকিস্তান দ্বারা শোষিত ২৪ বছরের মধ্যে প্রায় ১৩ বছরই কারাবরণ করতে হয়েছিলো তাঁকে।

জাতি গঠনে অন্যতম অবদান:

জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি হচ্ছেন জাতির জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। তাঁর অবদান সমুহ উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমি যতটুকু জানি তা উল্লেখ করলাম-

১. ১৯৪৮ সালে যখন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু তীব্র প্রতিবাদ করেন।

২. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে।
৩. ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।
৪. ১৯৬৯ সালের গনঅভ্যুত্থানের আইয়ুব খানের পতন ঘটিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালেই তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়।
৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেন।
৬. ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের সময় তাঁর কথায় জনগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে।

ইতিহাসের জঘন্য হত্যাকান্ড: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। পবিত্র শুক্রবার। ফজরের আজান হচ্ছে।আর ঐ সময় নেমে আসে বঙ্গবন্ধু পরিবারে ঘোর অন্ধকার। সেই দিন বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাহিরে থাকার কারনে বেঁচে আছেন।

উপসংহার: ধীরে ধীরে বড় হচ্ছি আর বঙ্গবন্ধুকে জানার আগ্রহ আরও বাড়ছে। পরবর্তী প্রজন্মকে যদি কিছু বলে যেতে চাই-তাহলে বলব, আমি গর্বিত। এমন দেশে জন্মগ্রহণ করে-যে দেশের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশুদের অংশগ্রহণে ২০২১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ দূতাবাস, মিশর কর্তৃক আয়োজিত বয়সভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার নির্বাচিত চিত্রাঙ্কন।

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

মারিয়া আক্তার
শ্রেনী: ৭ম
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ

ভুমিকা:

কোন জাতি যখন প্রকৃতই কোন সংকটের সম্মুখীন হয় তখনই ঠিক সেই জাতির পরিত্রানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে কোন না কোন মহাপুরুষের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই একজন । সেজন্যই স্বাধীন বাংলাদেশ তাকে দিয়েছে জাতির জনকের সম্মান। শেখ মুজিব ছাড়া বাংলাদেশের কথা কল্পনাই করা যেতো না।

জন্ম ও ছেলেবেলা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। গোপালগঞ্জ জেলাটি আদতে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। বঙ্গবন্ধুর পিতা ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম সায়েরা খাতুন।

বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান সরকারি আদালতের এক বিশিষ্ট কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাছাড়া পরিচিত মহলে স্পষ্টভাষী হিসেবে তার খ্যাতি ছিলো। পিতা মাতা তৃতীয় সন্তান ছিলেন শেখ মুজিব। বাড়িতে পরিচিতজনরা তাকে ডাকতো খোকা নামে। বঙ্গবন্ধুর চার বোন ও দুই ভাই। বড়বোনের নাম ফাতেমা বেগম, মেজো বোন হেলেন, ছোট বোনের নাম লাইলী। বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাইয়ের নাম ছিল শেখ আবু নাসের। এভাবে অতি সাধারন একটি পরিবারে ভাইবোনের মধ্যে গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই তিনি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন।

শিক্ষা:

মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমান গিমাডাঙা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানেই তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯২৯ সালে ভর্তি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে এরপর ১৯৩৭ সাল নাগাদ গোপালগঞ্জ মিশনারী হাইস্কুলে বঙ্গবন্ধু সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৪২ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে আই এ এবং ১৯৪৭ সালে বি.এ পাস করেন। ঐ বছর ভারত বিভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান আইন

অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তবে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এজন্য তিনি আইনের পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু: রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন অত্যান্ত বর্ণিল। তিনি তার জীবদ্দশায় মোট তিনটি দেশের নাগরিকত্ব ভোগ করেছেন। প্রথমটি ব্রিটিশ ভারত, দ্বিতীয়টি পাকিস্তান রাষ্ট্রের, তৃতীয়টি এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে তার নিজের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। তিনটি দেশের নাগরিক জীবনে তিনি সমকালীন পরিপার্শ্বিক রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন।

নির্বাচন ১৯৫৪:

১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান নির্বাচনের পূর্বে সরকার গঠনের জন্য একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং বাকী আসনগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি ভোট পায় আওয়ামীলীগ। শেখ মুজিব নিজে তার নির্বাচন কেন্দ্র গোপালগঞ্জ থেকে ১৩০০০ এর বেশি ভোটের ব্যবধানে শক্তিশালী মুসলিমলীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন।

ব্যক্তিগত জীবন ও হত্যাকান্ড:

বাংলাদেশের রূপকথার নায়ক বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। ব্যক্তিগত জীবন ছিল আর পাঁচজনের মতোই সাদামাটা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি নিজের চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিবাহ হয়। এই দম্পতির ঘরে তিন পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। যে দেশের জন্য তিনি আজীবন লড়াই করেছে সে দেশের কিছু বিপদগামী সেনা কর্মকর্তাদের হাতে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়িতে বঙ্গবন্ধু ও তার সম্পূর্ণ পরিবারে নিহত হন।

উপসংহার:

আমৃত্যু বাঙালি তথা বাংলাদেশের হিতের কথা চিন্তা করে যাওয়া শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ তার শাসনামলে আদৌ সোনার বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পেরেছিলো কিনা তা বিচার্য্য নয়। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে উপমা নিয়ে এক সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

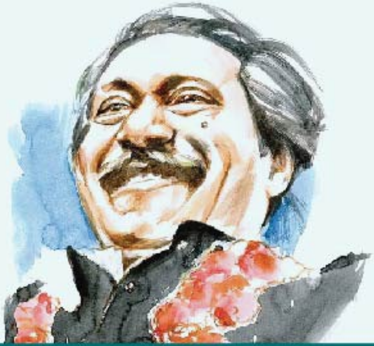

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

আয়েশা আকতার
১০ম শ্রেণী
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ

ভুমিকা: স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্ত্বা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের জাতির পিতা। সংগ্রাম ও অবদানে নিজ নিজ জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে মানুষের অমর হয়ে আছেন আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, তুরঙ্কের কামাল আতাতুর্ক পাশা, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ত্রো প্রমুখ নেতা। আর বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বরপুত্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছেন। তার জীবনাদর্শ আমরা সংগ্রামী চেতনা ও কর্মনিষ্টতার পরিচয় পাই।

জন্ম: ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। টুঙ্গিপাড়া গ্রামে প্রকৃতির নিবিড় আশ্রয়ে জল মাটি কাদায় হেসে খেলে শৈশব কাটে শেখ মুজিবুর রহমানের।

শৈশবকাল: ছোটবেলা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন খুব চটপটে স্বভাবের। বাড়ির সবাই তাঁকে খোকা নামে ডাকতো। তার ছিল অদম্য প্রানশক্তি। নদীতে খালে বিলে ঝাঁপ দিয়ে, সাঁতরিয়ে সবাইকে মাতিয়ে তুলতেন। খেলাধুলায়ও তিনি বেশ ভালো ছিলো। ছোটবেলা থেকে শেখ মুজিবের মধ্যে দরিদ্র বঞ্চিতদের জন্য ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায়। উচুঁ ক্লাসে এসে তার প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় মেলে। একবার অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ও মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলে পরিদর্শনে আসেন। ছোটবেলা থেকে তার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ছাত্রজীবন:

সাত বছর বয়সে শেখ মুজিবুর রহমান ভর্তি হন গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে। পরে পিতার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক (এন্ট্রান্স) পাশ করেন। চোখের অসুখের জন্য তাঁর প্রায় ৪ বছর লেখাপড়ায় ছেদ পড়েছিল। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া

কলেজে ভর্তি হন। তরুন মুজিব অন্যায়ভাবে ধার্য্য করা জরিমানা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যায়নরত অবস্থায় তার ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে।
রাজনৈতিক জীবন: ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধু রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলন সহ বিভিন্ন গনতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। নির্যাতন নিষ্পেষন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ৬ দফা কর্মসূচি দিন দিন ততই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৯৬৯ সালের প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান খানের সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

মৃত্যু: মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশ গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু কে জানতো! রাতের অন্ধকারে অস্ত্র শানিয়ে তুলছে তার বিরুদ্ধে। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে শহীদ হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
উপসংহার: বাঙালি জাতির জীবনে যে অল্প কয়েকজন মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে প্রধানতম পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালির হৃদয়ে মধ্যমনি হয়ে থাকবেন চিরদিন।

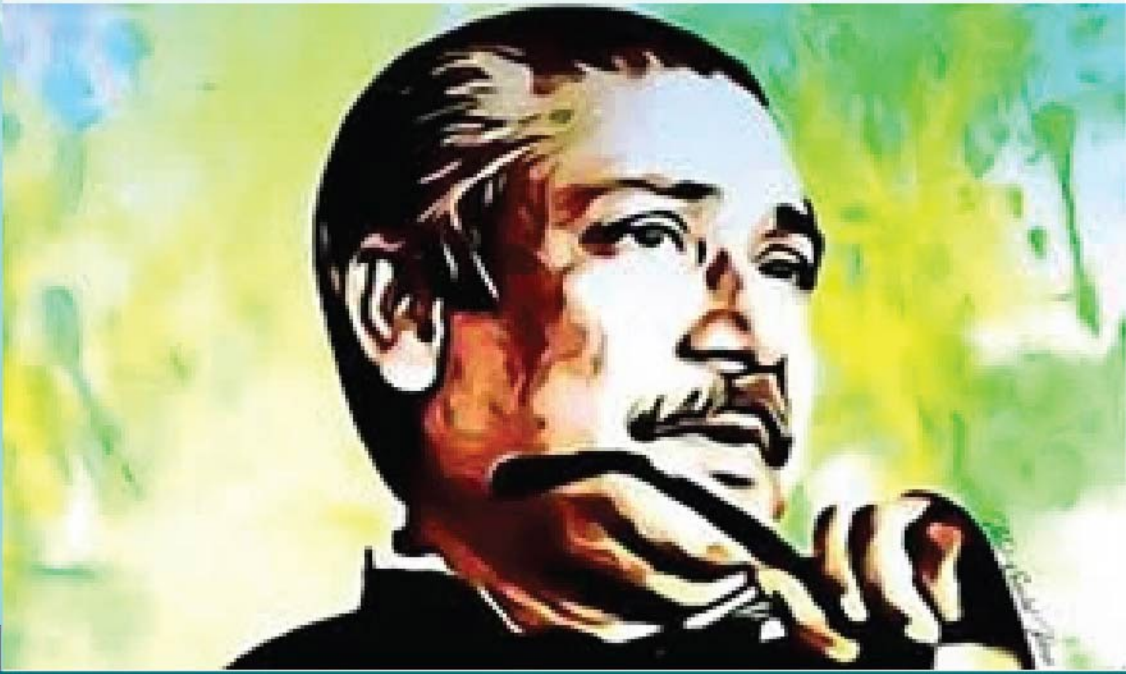

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

লামিয়া আক্তার
শ্রেনী: ৭ম
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ

ভুমিকা: বাংলাদেশের ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠতম অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার সঙ্গে যার নাম জড়িত তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের জাতির পিতা। তিনি শুধু বাংলাদেশের জাতির পিতা ননা বিশ্বের নেতাদের অন্যতম। কবির ভাষায় বলা হয়েছে-

"যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা গৌরি বহমান
ততদিন কীর্তি থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"

জন্ম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের 'শেখ' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম সায়েরা খাতুন । পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান।

শৈশব:

অতি সাধারণ একটি পরিবারে ভাই বোনের মধ্যে গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই তিনি খেলাধুলা আগ্রহী ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যালয় শিক্ষাকালীন সময়ে একাধিক খেলায় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে বলেছিলেন

"আমার আব্বার শৈশব কেটেছে
টুঙ্গিপাড়ার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে,
মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে"

আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- 'ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্টু প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং ভালো ব্রতচারী করতাম'

শিক্ষা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭ সালে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপর ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি হাইস্কুলে বঙ্গবন্ধু সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এরপর ১৯৪২ সালে এই স্কুল থেকেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে আই.এ এবং ১৯৪৭ সালে বি.এ পাস করেন।

ভারত বিভাগের পর শেখ মুজিবুর আইন বিভাগে অধ্যায়ন করেন।

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু:

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর তার জীবনে তিনটি দেশের নাগরিকত্ব ভোগ করেছেন। প্রথমটি ব্রিটিশ ভারত, দ্বিতীয়টি পাকিস্তান রাষ্ট্র, এবং তৃতীয়টি এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে তার নিজের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

আদর্শ ও স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধু :

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আদর্শ ও নেতায় বর্ননাহীন। আদর্শ ও ভালোবাসায় ছিলেন অতুলনীয়। তার জন্য আমরা স্বাধীনভাবে বাস করি। তাঁর আদর্শ ও নীতি আমরা যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ "বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে"।

উপসংহার:

বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে প্রধান একটি নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি বাংলাদেশের জাতির পিতা। তিনি বাঙালি মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন। কবির উচ্চারনে বলে-

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।।

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

সুমাইয়া আকতার
৭ম শ্রেণী
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ

বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি ভাষা সৈনিক। তিনি জাতির পিতা। বাঙালির অধিকার ও স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের গনমানুষের মুক্তির জন্য পরিচালিত সকল আন্দোলনের তিনিই ছিলেন প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁর নেতৃত্বে উনিশত একাত্তর সনে আমরা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি বজ্রকণ্ঠের অধিকারী। তিনি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা মহান পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান। এ জাতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আত্মত্যাগ চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সনের ১৭ই মার্চ এর এক শুভক্ষনে গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর) জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের সন্তান আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে, বিএ পাস করেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শাস্ত্রে অধ্যায়ন করেন।
তিনি ছাত্রজীবন থেকেই দেশ ও দেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে ধর্মঘট ডাকা হলে শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অধিকাংশ ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘকাল বঙ্গবন্ধু বাঙালীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেন। এবং এ জন্য তাঁকে বার বার জেল খাটতে হয়। ১৯৬৬ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির সব ধরনের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ৬দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাকিস্তানী শাসকরা শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে পরিচিত ইতিহাসে। এই ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্থানী শাসকদের উদ্দেশ্য ছিলো শেখ মুজিবুর রহমান ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে

গোপন বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়া। এভাবে নেতৃত্বশুন্য করে আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়াই ছিলো তাদের লক্ষ্য। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত গনঅভ্যুত্থানের জোয়ারে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন টিকে থাকতে পারে নি। ২২শে ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সব রাজবন্দিকে নি:শর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কারামুক্ত শেখ মুজিবকে ২৩ শে ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে বিশাল গনসংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ সমাবেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সারা জীবন বাঙালীর মুক্তির কথা চিন্তা করে যাওয়া মুজিবুর রহমান বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশংসায় ভূষিত হয়েছেন। যদিও বাংলার মুক্তির এই নায়কের জীবনাবসানের কাহিনী অত্যন্ত বেদনাময়।

তুমি মোদের জাতির পিতা
বাংলার খোকা তুমি
স্বাধীনতার ডাক দিয়েছ
শত্রু মুক্ত হয়েছে
বঙ্গভূমি

নাম: মুসারাত জাহান
রোল: ৩৩
শ্রেণী: ৮ম

যদি আজ বঙ্গবন্ধু থাকত বেঁচে
হতো না এত অপরাধ
গড়তেন তিনি সোনার বাংলা
থাকত না কোন গ্লানি বিষাদ

নাম : হাসান আক্তার রিয়া
রোল : ২৯
শ্রেনী : সপ্তম

তুমি বাংলার খোকা

তুমি জাতির পিতা।

তুমি নিজের জীবন দিয়ে

করেছো দান স্বাধীনতা

তোমাকে কখনো

ভুলবো না।

নাম: নুসরাত জাহান

রোল: ৩৩ শ্রেণী: ৮ম

মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
বাংলায় অতুলনীয় তার অবদান
তার জন্য স্বাধীন বাংলা
স্বাধীনতার জয়গান

নাম: মাহমুদুল হাসান
শ্রেণি: ৮ম

জাতির পিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান,
বাঙালি জাতি দিয়েছে তোমাকে মন-প্রাণ
তুমি বাঙালির জাতির পিতা
আমাদের মহান নেতা

তুমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
তাই বলে আমরা 'জয় বাংলা'
স্লোগান বলি।

নাম: মুন্না
রোল: ২৯
শ্রেণী: ৮ম

বঙ্গবন্ধু ছড়া

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ
মুজিবর রহমান।
তিনি আমাদের জাতির পিতা।
তার কথা বললেই মনে পরে যায়,
১৯৭১ সালের কথা

নাম: মোছা: হুমায়রা আক্তার
শ্রেণী: অষ্টম
রোল: ০১

বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু তুমি জাতির পিতা
তুমি যে জাতির জনক
তোমার উৎসাহে জেগে
উঠেছে শত বাঙালির মন
তোমার স্লোগান ধরে
সব বাঙালি যুদ্ধ করেছে।
তুমি ছিলে বলে।
এ দেশ হয়েছে স্বাধীন

নাম: - মিম - আক্তার
শ্রেনী: - অষ্টম

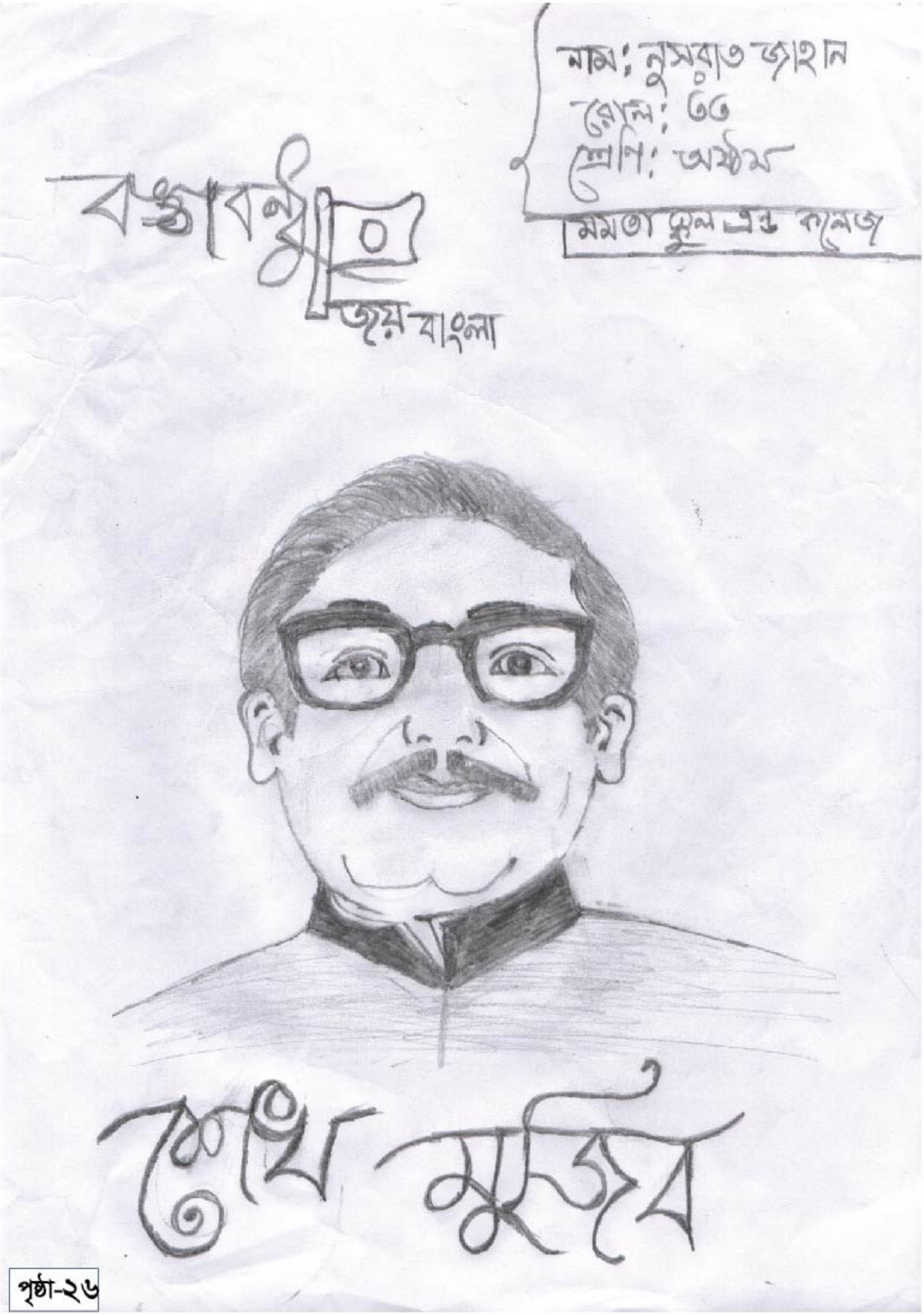
নাম: নুসরাত জাহান
রোল: ৩৩
শ্রেণি: অষ্টম
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ
বঙ্গবন্ধু
জয় বাংলা
শেখ মুজিব

অনধিকারের রাতের মাঝে
আক্রমন করে হায়না,
আমার প্রিয় বঙ্গবন্ধু
দিল স্বাধীনতার ঘোষনা
নয় মাস যুদ্ধ শেষে
হলো বাঙালির জয়,
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
রইলো না কোনো ভয়।

নাম: পূজা নাথ
রোল: ৪
শ্রেণি: ৭ম

আমাদের জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ডাক দেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে সকলে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সবদলীয় সংগ্রামে পরিচ্ছদ সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর জন্য তাকে বার বার কারা বরণ করতে হয়। বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ডাক দেন। তার ডাকে স্ব সাড়া দিয়ে বাঙালিরা জেগে ওঠে। শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ।

নাম: শাহনাজ আক্তার
শ্রেণি: ৭ম
রোল: ৩।

বঙ্গবন্ধু কর্ণারের সকল তথ্য-উপাত্তের তথ্য সূত্র
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ
সত্তরে ঐতিহাসিক নির্বাচনে নিজের ভোট প্রদান করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭০)
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(১৭ই মার্চ ১৯২০ - ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫)

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ
ছবি গ্যালারী - বঙ্গবন্ধুর ব্যাক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন
মমতা স্কুল এন্ড কলেজ
বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন

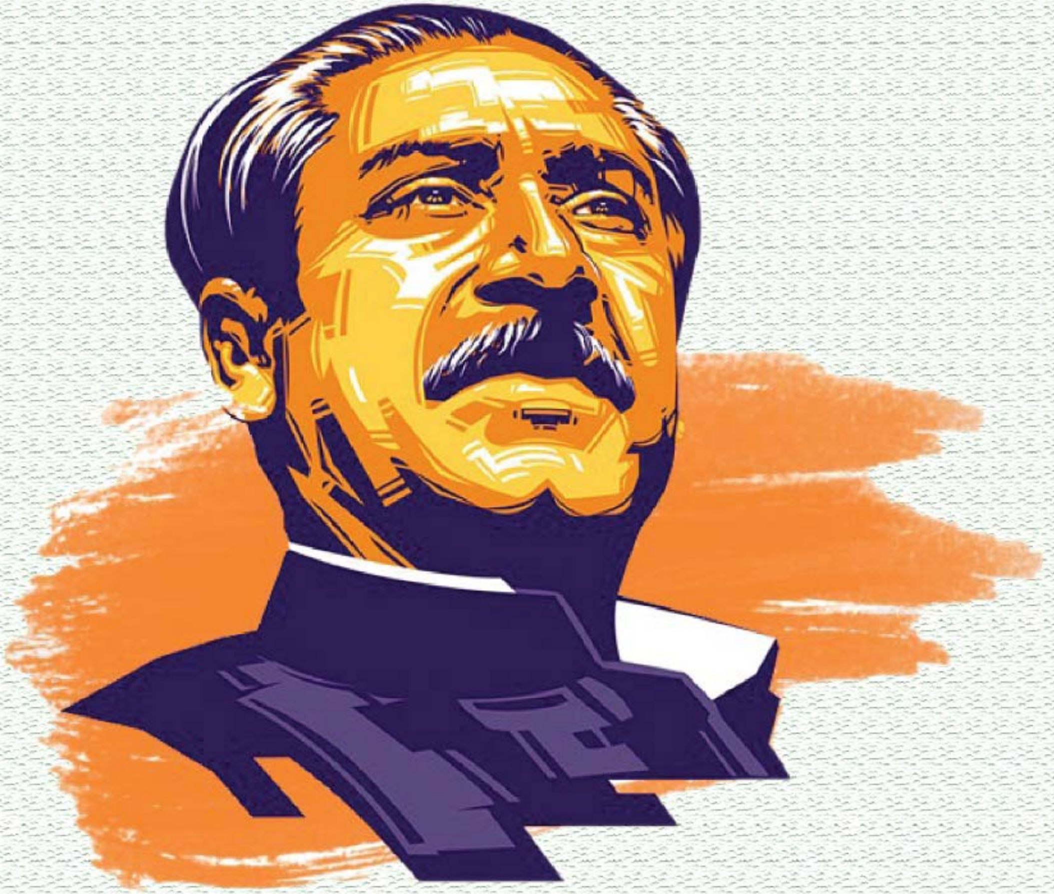

MAMATA

সেবাই শক্তি

Since 1983

মমতা প্রধান কার্যালয় ঃ বাড়ি# ১৩, রোড# ১ লেন# ১, ব্লক - এল, হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম।
web: www.mamatabd.org , E-mail: hq@mamatabd.com
ফোন: ০৩১-৭২৭২৯৫, +৮৮০২৩৩৩৩২৬৫৬৬